দৈনিক খবর

18

তারিখ ... 15 JUL 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

(১১)

প্রসঙ্গ ঃ এইচএসসি পরীক্ষা

গত বৃহস্পতিবার থেকে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টের ভাষ্য হচ্ছে ঃ সারাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে দৈনিক খবরের রিপোর্টের ভাষ্য ঃ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন অতিবাহিত হয়েছে।

বিভিন্ন দৈনিকে এর ওপর পরিবেশিত খবরে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পর্কে 'মোটামুটি' মন্তব্য জুড়ে দিলে সেটাই হয় খাঁটি কথা। কেননা এদিন নকলের দায়ে তিন সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করার ঘটনা ছাড়াও নকলকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষক ও বহিরাগতদের সংঘর্ষে ৯ জন আহত হবার খবর পাওয়া গেছে। নকল সরবরাহসহ বিভিন্ন অভিযোগে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

এইচএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থী বহিস্কার, শিক্ষক বহিস্কার, ছাত্র-শিক্ষক ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘর্ষ, বিভিন্ন অভিযোগে পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতদের গ্রেফতার এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ কর্তৃক গুলী নিক্ষেপ- এসবই কি বছরের ঘটনা। বছরের পর বছর ধরেই এসব ঘটনা ঘটে আসছে। অবশ্য সর্বত্রই যে এসব ঘটছে এমন নয়। কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে বাস্তবিক পক্ষেই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে এ ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুব কমসংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্রেই পরিলক্ষিত হয়। মোট কথা, রাজধানী ঢাকা বা এ রকম গুটিকতক শহর এলাকা ছাড়া দেশের প্রায় সকল এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রেই একটা না একটা অঘটনের সৃষ্টি হয়ই। আর কিছু না হোক, পরীক্ষার্থী বহিস্কারের ঘটনা কম-বেশী ঘটবেই। এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

বলা বাহুল্য, পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এসব অঘটনের মূলে রয়েছে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা। এই নকল প্রবণতা বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলেও ছিলো। তবে তখন তা মুষ্টিমেয় ছাত্রের মধ্যেই ছিলো সীমাবদ্ধ। সারা পরীক্ষা কেন্দ্রে হয়তো এক-আধ জন নকল করে ধরা পড়তো। এ জন্যে কড়া শাস্তিও হতো। আশেপাশে কেউ নকল করলে নিরপরাধ পরীক্ষার্থীরা ভয়ে তটস্থ থাকতো, না জানি কখন কি বিপদ হয়। এখন অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই নকলকে তো ভয় করেই না, বরং নকলের সুযোগ পেলে ধন্য হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নকল করতে গিয়ে কোন রকম বাধা পেলে শিক্ষকের ওপর চড়াও হয়। শিক্ষকরা হন লাঞ্ছিত। শুধু তাই নয়, এই নকল ঠেকাতে গিয়ে প্রশাসনকে পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হতে হয় অনেক সময়। উত্তেজনাকর ও মারমুখী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে পুলিশকে গুলীও ছুঁড়তে হয় মাঝে-মধ্যে। এতে অনেকে হতাহত হন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করেও অনেক সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

এটা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়েরই একটি বিশেষ দিক। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেখানে অপরাধ, অন্যায় আর বিশৃঙ্খলা বাসা বাঁধতে শুরু করেছে সেখানে শুধুমাত্র ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে ন্যায়-নীতি বোধ আশা করা যায় না। এ দেশের ছাত্র-শিক্ষকরাও সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা কোন পৃথক সত্তা নয়। আর দশটি মানুষের মত তারাও মানুষ। সমাজের আর দশটি মানুষ যদি অন্যায় কাজ করে পার পায় তাহলে তারা কেন সে পথ অনুসরণ করবে না? অতএব, সমাজের ওপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই আগে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কথায় বলে 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও।' সমাজ ও রাষ্ট্রের যারা অভিভাবক তাদের আগে ন্যায়-নীতির অনুশাসন মেনে চলতে হবে। তবেই না ছাত্রদের ওপর খবরদারী করা সহজ হবে।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল দিক। এই দুর্বলতা দূর করতে না পারলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা শুধু অনগ্রসরই থেকে যাবো না, জাতি হিসেবে আমরা প্রায় সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকবো। কেননা শিক্ষাই হচ্ছে জাতীয় উত্তরণের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। সমগ্র বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে দেশের সকল মানুষকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এই সুশিক্ষার জন্যেই পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। কেননা নকল করে আর যাই হোক, সুশিক্ষা হয় না। আমরা মনে করি, নকল বন্ধের জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসান, শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী লোকদের ধরে রাখার জন্যে আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা, সর্বোপরি শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষায় নকল বন্ধের কার্যক্রম সফল হবে বলে আশা করা যায়।